গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়
Website: www.dnc.gov.bd
৪১, সেগুনবাগিচা , ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০১.০০৮.২১.৩৩৭

তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইডে আপলোডকরণ**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। প্রতিবেদনটি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট বক্সে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১২-১০-২০২২
কাজী আবেদ হোসেন
পরিচালক
ফোন: ০২-৪৮৩২২১৬৭
ফ্যাক্স: ০২-৪৮৩২২১৮৬
ইমেইল: diradmin@dnc.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটি সেল
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.০১.০০৮.২১.৩৩৭/১

তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১২-১০-২০২২
কাজী আবেদ হোসেন
পরিচালক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

“উন্নত দেশের সোপান ধরি
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি”

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১.০ পটভূমি: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর দর্শনের উপর ভিত্তি করে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ হচ্ছে- "জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্টঅন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। জাতিসংঘের কনভেনশনের আলোকে ১৯৯০ সনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিদপ্তর প্রথমে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে এবং ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ খ্রি:-এ দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উন্নত দেশ বিনির্মাণে মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম নির্ণায়ক। অবৈধ মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং ইতোমধ্যে একটি অ্যাকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে।

২.০ ক্রমবিকাশ :

১৮৫৭: আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন;

১৮৭৮: আফিম আইন সংশোধন করে আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা;

১৯০৯: বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্ট মেন্ট প্রতিষ্ঠা;

১৯৩০: The Dangerous Drug Act 1930 প্রণয়ন;

১৯৩২: The Opium Smoking Act 1932 প্রণয়ন;

১৯৩৯: The Dangerous Drug Rules 1939 প্রণয়ন;

ষাটের দশকে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্ট মেন্টকে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্ট মেন্ট হিসেবে নামকরণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;

১৯৭৬: এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্ট মেন্টকে পুনর্বিন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্তকরা;

১৯৮৯: বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯ জারি;

১৯৯০: ০২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয় এবং নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে একই বছর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা;

১৯৯১: ০৯ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;

২০১৭: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে অধিদপ্তরকে অন্তর্ভু ক্তকরণ;

২০১৮: আইনে মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির বিধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বো চ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন ও ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্য কর

২০১৯: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্ম রত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্য ায়ের কর্ম কর্তা-কর্ম চারীদের রেশন সামগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্ম রত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্য ায়ের কর্ম কর্তা-কর্ম চারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯' প্রণয়ন;

২০১৯: বর্ত মান সরকারের নির্ব াচনীইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্ব াসনকেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন;

২০২০: মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বে রআইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন;

২০২১: সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক পর্য ন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মে র বিধান রেখে'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্ম চারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১' প্রণয়ন ও ২৩ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ।

২০২২: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্ব াসনকেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্ব ক'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্ব াসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.০ রূপকল্প (Vision): মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

৪.০ অভিলক্ষ্য (Mission): দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্স মেন্টও আইনি কার্য ক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্ব াসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্য ায়ক্রমেদেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

৫.০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্য াবলি(Functions):

১. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা ও নিয়মিত মামলা রুজুকরণ;
২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা হালনাগাদকরণ;
৩. বিভাগীয় পর্য ায়েমাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
৪. ইউনিভার্সে লট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. বুলেটিন, স্যুভেনির ও বার্ষি কড়াগ রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশকরণ;
৬. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ;

৭. মাদকবিরোধী টিভিসি, টকশো, থিম সং, শর্ট ফিল্ম ইত্যাদি তৈরি ও প্রদর্শন;

৮. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার ;

৯. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;

১০. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

১১. কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমবাস্তবায়ন;

১২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম;

১৩. সকল জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;

১৪. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৫. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন; এবং

১৬. প্রিকারসর কেমিক্যালসহ অন্যান্য লাইসেন্সিদের সেবা প্রদান।

৬.০ জনবলের পরিসংখ্যান (বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী) :

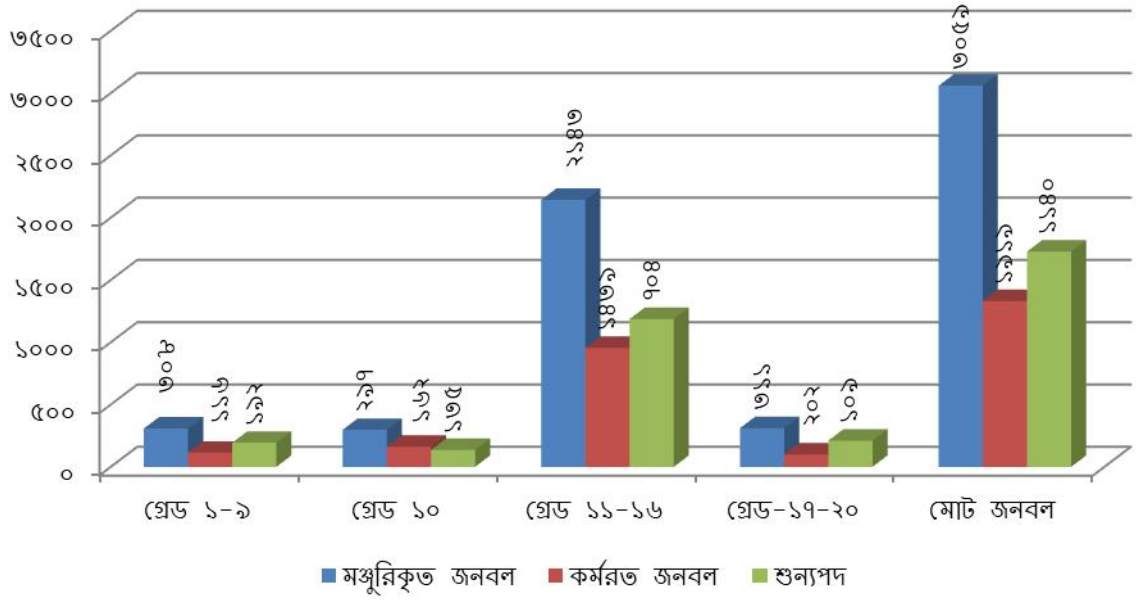

৭.০ মাঠ পর্য ায়ের অফিস:

অফিসের/ নাম	পুনর্গ ঠিত সাংগঠনিক কাঠামে
জেলা কার্য ালয়	৬৪টি জেলায় অফিস প্রধান হিসেবে উপপরিচালক পদ অনুমোদন
মেট্রো কার্য ালয়	৪ (ঢাকা-২টি ও চট্টগ্রাম-২টি)
বিভাগীয় কার্য ালয়	৮ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)।
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্য ালয়	৮ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)।
কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার	১টি
রাসায়নিক পরীক্ষাগার	৭টি
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ শয্যা বিশিষ্ট ১টি।
বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র	৭টি
সমুদ্রবন্দর	২টি
স্থলবন্দর	১টি
বিমানবন্দর	২টি

৮.০ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রণ অধিদপ্তর :

- (ক) মায়ানমার (১৯৯৪) এবং (খ) ভারত (২০০৬) এর সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা চুক্তি

- (ক) ইরান (১৯৯৫) এবং (খ) Drug Enforcement Agency (DEA) (২০১২) এর সাথে সমঝোতা স্মারক(MoU):

- (ক) Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (খ) Convention on Psychotropic Substances, 1971 (গ) UN Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (ঘ) SAARC Convention on Narcotic Drug and Psychotropic Substances, 1990 কনভেনশন।

৯.০ বর্তমান সরকারের আমলে অধিদপ্তরের অর্জন (২০০৯ ও ২০২২ খ্রিঃ-এর তুলনামূলক চিত্র) :

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর
১.	জনবল বৃদ্ধি;	১২৭৭ জন	৩০৫৯ জন
২.	অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি;	যানবাহন-৫১টি ও কম্পিউটার সামগ্রী অপ্রতুল।	• যানবাহন-১০২টি • কম্পিউটার-৩৬৮টি

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর
			• ল্যাপটপ-১৭টি • ড্রাগ ডিটেকটিং মেশিন-১৩টি • ওয়াকিটকি সেট-৩৮৮টি • কার মোবাইল সেট-৪৫টি • রিপিটার-৭৪টি • টাওয়ার-৪টি • ফটোকপি মেশিন-১০৪টি
৩.	সামগ্রিক তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি	ছিল না	• সেবাসমূহকে অনলাইনকরণসহ মাদক অপরাধীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। (৩৭টি সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে)
৪.	অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন	৩৯	১০৬ (টেকনাফে ১টি বিশেষ জোনসহ)
৫.	ড্রাগ এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধি	ছিল না	এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত মোট১ হাজার ৯৬০ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৬.	**মাদকবিরোধী প্রচারণা**		
	লিফলেট বিতরণ	১৫,২০০টি	১৮০০০০টি
	স্টিকার বিতরণ	১৩,৯৫০টি	৯৫১৫১টি
	সভা/সেমিনার	৬,৪৮৬টি	৫৩৩৪টি
	স্যুভেনির প্রকাশ ও বিতরণ	১৫০০	২০০০
	মাদকবিরোধী অ্যাম্বুশ PVC পোস্টার	---	৩২৭৭৫টি
	ডিসপ্লে স্ট্যান্ড	---	৩,৭৭৩টি
	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	---	১০০৩
	মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত জীবানুনাশক হ্যান্ড সেনিটাইজার	---	১,০০,০০০

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর
	কারাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণা	---	১১৮
	ভলান্টিয়ার টিম গঠন	---	২২৫
	মাদকবিরোধী টকশো	---	২৫টি
	প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন	---	৯৭টি
	বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্ক্রল প্রচার	----	২৯টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
	ডিজিটাল ভ্যানে াদকবিরোধী প্রচার	---	০৪টি ডিজিটাল ভ্যানে ০৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।
৭.	ফেসবুক পেস ও ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারণা	ছিল না	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক, এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ১৫ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ২৩১টি।
৮.	হটলাইন সেবা	ছিল না	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে একটি হটলাইন নম্বর (০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এ নম্বরে ১২৮৬টি কল এসেছে।
৯.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	প্রধান কার্যালয় ভাড়াকৃত ভবনে (রমনা, বোরাক টাওয়ার) পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়সমূহও ভাড়াকৃত বাড়িতে পরিচালিত হয়ে আসছিল।	প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন এবং৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
১০.	মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	---	কক্সবাজারে জমি অধিগ্রহণের উদ্দ্যেশে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে।
১১.	বাজেট বরাদ্দ	১৮,১৯,১৪,০০০/-	২,৮৪,৯৩,০০,০০০/-
১২.	আদায়কৃত রাজস্ব	৫৬,১৮,০১,০৬০/-	লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব ১,০০,৮৯,৮৬,২৬৬/-

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর
১৩.	আইন বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	পূর্বে এক্সাইজ ম্যানুয়াল প্রভিশন রুলস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কার্য কর ছিল।	**আইন :** • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। **প্রণীত বিধিমালা ও নীতিমালা :** • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। • 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্ব াসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্ব ক 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্ব াসনকেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। • 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্ম চারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১'। • 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্ম রত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্য ায়ের কর্ম কর্তা-কর্ম চারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯'। 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণি ত খসড়া বিধিমালাসমূহ প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে' : • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্ম চারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২২। • আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০২২। • এছাড়া, (ক) ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২২ এবং (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন র্কাযক্রম চলমান।
১৪.	ডোপটেস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন	ছিল না	উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধন), ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধ ারিতপদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর
			হয়েছে।
১৫.	প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ	ছিল না	অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় ২০ (বিশ) একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০/-টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। মাস্টার প্লান ও স্থাপত্য নকশা তৈরির নিমিত্ত স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬.	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	৪ (৫৫ বেড)	৪ (১৯৯ বেড)
১৭.	সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩ হাজার ৭৯৩ জন	১৭,৭৫২ জন
১৮.	মাসকাসক্ত পথশিশুদের চিকিৎসা সেবা	ছিল না;	২০২০-২১ অর্থ বছরে৭০ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৮৯ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
১৯.	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের বেড সংখ্যা।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৫৮০টি।	বেসরকারি পর্যায়ে৩৬২টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৪ হাজার ৮১৬টি।
২০.	মাদক মামলায় দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে আলাদা আদালত গঠন।	ছিল না;	মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বে রআইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার প্রভিশন রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।
২১.	মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে কমিটি।	মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদাহ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর
		বোর্ড ছিল।	মোতাবেক, (ক)মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ)সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ)জেলা প্রশাসক-এর সভাপতিত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি; এবং (ঘ)উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২২.	মাদকের অপব্যবহার রোধে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কমিটি গঠন	ছিল না;	বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়থেকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কমিটি গঠন করা হয়েছে : ক) মূখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি; খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে এনফোর্সমেন্টকমিটি; গ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন কমিটি। এনফোর্সমেন্টকমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি; খ) কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচারবিরোধী টাস্কফোর্স।
২৩.	উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ :		
	মামলা	৭৭৬৪টি	১৫,৫২৭
	আসামি	৭৯৬৬ জন	১৯,০২৯ জন
	ইয়াবা	৪০৫১ পিস	৪৬,২০,২৮১ পিস
	হেরোইন	২১.১৮৯ কেজি	৯.৭০৪ কেজি
	কোকেন	০.১৫ কেজি	--

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছর	২০২১-২০২২ অর্থ বছর
	গাঁজা	২১০১.০১৯ কেজি	৫,৪৮৩.৭৯৯ কেজি
	গাঁজা (গাছ)	৫০৬টি	১,৩৩২
	ফেন্সিডিল	৫৮৬৭৫ বোতল	৪,১৯৩ বোতল
	ফেন্সিডিল	১৭৩.৭ লিটার	০৩ লিটার
	ইনজেকটিং ড্রাগ	১৮৬৯২ অ্যাম্পুল	৪৪,৪৮২ অ্যাম্পুল
	বিদেশী মদ	৪৭৪৬ বোতল	৩৭৪ বোতল

১০.০ বাজেট বরাদ্দ, বাৎসরিক ব্যয় ও রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান :

অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	বাৎসরিক ব্যয় (টাকা)	রাজস্ব আদায় (টাকা)
২০০৯-২০১০	১৮১৯১৪০০০/-	১৮৭০৮৮০০০/-	১৮৪৫৪৭০০০/-	৫৬১৮০১০৬০/-
২০১০-২০১১	২০৩৭৩৬০০০/-	২২৬১৫০০০/-	২৩০৪৩৫০০০/-	৬২৭১৩৬৪০৯/-
২০১১-২০১২	২৩৬২০০০০০/-	২৪১৭৫০০০০/-	২৩৬৯৮৬০০০/-	৬৬০৪৮৬৫০৯/-
২০১২-২০১৩	৩০০৩০০০০০/-	২৯৯৮৬০০০০/-	২৯১২৮৮০০০/-	৭১২৩২৯৯৮৭/-
২০১৩-২০১৪	৩৩৭৮৮৫০০০/-	৩৫৩৮৮৫০০০/-	৩৪৫৪৬৩০০০/-	৬৮৫৬৯৯৯২১/-
২০১৪-২০১৫	৪৫০০০০০০০/-	৪৫০০০০০০০/-	৪১৫৬৮৬০০০/-	৭০২২২৫২১০/-
২০১৫-২০১৬	৬৮৭৯৮১০০০/-	৬৮৭৯৮১০০০/-	৬৭২০৭৬০০০/-	৬৮৫৭৯৩৭৬৬/-
২০১৬-২০১৭	৮৫০২৯৮০০০/-	৮৫০২৯৮০০০/-	৮৪৩২৬৯০০০/-	৬৭৪৩৯৫৯২৫/-
২০১৭-২০১৮	১০৫৪০৭০০০০/-	১০৫৪০৭০০০০/-	৯৩৪৪৪৬০০০/-	৭৯৬৫৫৭০০০/-
২০১৮-২০১৯	১৩৪১৪৪৯০০০/-	১৩৩১৪৩৯০০০/-	৫৯৫১৫০৩৭৮/-	৭৬৭৭৮২১৪২/-
২০১৯-২০২০	১৭২৫০০০০০০/-	১৭২৫০০০০০০/-	১৫৬৯১৮৫৬০০/-	৭৪৮৯৩২৮৩৯/-
২০২০-২০২১	২৭৪৪০০০০০০/-	১৯৫১৪৯১০০০/-	১৪৩৬৪১২৩৪০/-	৭৮৭৪৬৬৬৩৯/-
২০২১-২০২২	২৮৪৯৩০০০০০/-	২১০৬১১৯০০০/-	১৫৮৫৯৩৭৪০০/-	১০০৮৯৮৬২৬৬/-

১১ উল্লেখযোগ্য কার্য াবলি:

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : শুদ্ধাচার চর্চ াও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ থেকে অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রমহলো: নৈতিকতা কমিটির

সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্ম কর্তা-কর্ম চারিদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর, অভিযোগ প্রাপ্তির জন্য বিভাগীয় পর্যায়েস্বচ্ছ অভিযোগ বক্স স্থাপন, ফিল্ড ফোর্স লোকেটরের মাধ্যমে কার্য ক্রমমনিটরিং, গণশুনানি আয়োজন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে প্রদানকৃত অনুদান কার্য ক্রম মূল্যায়নইত্যাদি। ২০২১-২২ অর্থ বছরেরজাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনায় ১৭টি কর্ম সম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্ম কর্তাকেফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

১১.২ উত্তম চর্চা (Best Practices): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণি তউত্তমচর্চা সমূহচিহ্নিত করা হয়েছে এবং উত্তম চর্চা অনুসরণসহ বহুল প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৩ কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্য ক্রম বাস্তবায়ন: দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদকসেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারা বন্দিদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্য ক্রমহাতে নেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষি ককর্ম সম্পাদন চুক্তিতেও এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরেবিভিন্ন কারাগারে মোট ১১৮টি সচেতনতামূলক কার্য ক্রমগ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৪ ডোপটেস্ট: গাড়ীচালকদের এবং সকল চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত ২০২০) মোতাবেক নির্ধারিতপদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।

১১.৫ অস্থায়ী চেকপোস্ট: দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ২৭৮৩টি অস্থায়ী চেকপোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্য ক্রমপরিচালনা করা হয়েছে।

১১.৬ প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে ২০৬০ জন প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি করা হয়েছে।

১১.৭ ফেস্টুন/লিফলেট/স্টিকার বিতরণ : মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত ৩৯৭৪০২ টি ফেস্টুন/লিফলেট/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

১১.৮ মাদকবিরোধী কার্য ক্রম পরিচালনা : কারাগারসমূহে ১১৬টি মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্য ক্রমপরিচালনা করা হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ৫২৪২টি মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্য ক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

১১.৯ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টীম গঠন : মাদকবিরোধী কার্য ক্রম জোরদারকরণে উপজেলাভিত্তিক ১২৬৫টি কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টীম গঠন করা হয়েছে।

১১.১০ প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী প্রচারণা : সোস্যাল মিডিয়ায় ১০০টি মাদকবিরোধী কার্য ক্রমএবং প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ১৭৩টি মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন /টকশো প্রচারিত হয়েছে। স্যোসাল মিডিয়ায়/ইউটিউবের মাধ্যমে মাদকবিরোধী ২৪টি ওয়েবিনার প্রচারিত হয়েছে। মাদকবিরোধী প্রচার কার্য ক্রম, মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদক সরবরাহ হ্রাস সংক্রান্তে ১২০০ টি বার্ষি কড্রাগ রির্পোটপ্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

১১.১১ মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ : মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত ১০৪৫০৯টি মাস্ক এবং ৯৪৮৫০টি জীবানুনাশক হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

১১.১২ মাদকবিরোধী অভিযান ও মামলা রুজু : মাদকবিরোধী ৯২৬২৭টি অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ মাদক সংশ্লিষ্ট ২২১৬৯টি মামলা রুজু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে৩৯৬৮টি মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া সীমান্তবর্তী ৩২টি জেলাসহ অন্যান্য স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে ২৭৮৩টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

১১.১৩ চিকিৎসা সেবা প্রদান : ১৬৬২৯ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ১৩৪৭৭ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মুজিববর্ষ উপলক্ষে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০৭৮৭ জন মাদকাসক্ত রোগীকে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

১১.১৪ ইকো ট্রেনিং :মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি ও নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য ২৩৭ জন স্টেক হোল্ডারকে Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ইকো) ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

১১.১৫ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীউদযাপন: সর্ব কালেরসর্ব শ্রেষ্ঠবাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। এটি সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য এক আনন্দঘন গৌরবের অনুভূতি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীউপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকবিরোধী রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বয়সভিত্তিক ক্যাটাগরীতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টি ফিকেট প্রদান করা হয়।

মাদকবিরোধী রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১১.১৬ জন্মশতবার্ষি কী উদযাপন: সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ট বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান্এঁর জন্মশতবার্ষি কী ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে ৩১ শে মার্চ ২০২২ তারিখ পর্য ন্ত সময়ে দেশব্যাপী বর্ণ াঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়েছে। বাঙালি জাতি এ বছরকে সগৌরবে মুজিববর্ষ হিসেবে উদযাপন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকেও এ উপলক্ষে নানা কর্ম সূচি পালন করা হয়েছে। দেশের সকল সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বিনামূল্যে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষি কী উপলক্ষে"বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ" শীর্ষ ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল (২০২২-০৩-১৭)

১১.১৭ প্রতিষ্ঠাবার্ষি কী উদযাপন প্রতিবছর বিভিন্ন সামাজিক কর্ম সূচি পালনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাবার্ষি কী উদযাপন করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষি কী পালন

১১.১৮ দিবস উদযাপন: ২৬ জুন, ২০২২ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়।

দিবস উদযাপন

সংযোগ কর্তৃক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস২০২২ উদযাপন উপলক্ষে ৩০ জুন, ২০২২ , প্রধান কার্য ালয়েআলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভা

১২.০ প্রশিক্ষণ :

গ্রেড	প্রশিক্ষণার্থী	মোট
১ম-৯ম	১১৬ জন	১১৬ জন
১০ম	১৬২ জন	১৬২ জন
১১তম-১৬তম	১৪৩৯ জন	১৪৩৯ জন
১৭তম-২০তম	২০২ জন	২০২ জন
মোট	১৯১৯ জন	১৯১৯ জন

US Embassy কতৃক ১৫-০৬-২২ তারিখে Combating Transnational Narcotics Trafficking এর প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ

১৩.০ রাজস্ব আদায় : লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব :

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
রাজস্ব আদায় (টাকা)	**৭৬,৭৭,৮২,১৪২/-**	**৭৪,৮৯,৩২,৮৩৯/-**	**৭৮,৬৫,৩০,০০০/-**	১,০০,৮৯,৮৬,২৬৬/-

১৪.০ **মাদকনির্মূলে অধিদপ্তরের কার্যক্রম:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের মতো জটিল সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তর মূলতঃ নিম্নবর্ণি ত৩(তিন)টি পদ্ধতিতে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

১৫.০ চাহিদা হ্রাসে (Demand Reduction) : চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা কমাতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যাবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

১৫.১ মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ : মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৫.২ মাদকবিরোধী ভলিবল টুর্নামেন্ট মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রমএর অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৩০.০৯.২০২১ তারিখে মাদকবিরোধী ভলিবল টুর্নামেন্টঅনুষ্ঠিত হয়।

মাদকবিরোধী ভলিবল টুর্নামেন্ট এর খন্ড চিত্র

১৫.৩ মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম : মাদকবিরোধী প্রচারণা কাজের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে এবং সভা, সেমিনার, শ্রেণিবক্তৃতা ইত্যাদিও আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনমানুষের সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত এ সব কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রম	বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
১.	মাদকবিরোধী ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ	----	----	---	৪০,০০০টি	২০,৩৮০টি	১২,৮৭৬টি	৩৫৮৬১টি (পিভিসি)	৮৪৭টি
২	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	১,০৪,০০০টি	৯৪৭৫৭০ টি	৮,৭০,৫৪৯টি	১৪,২০,০০০টি	২,৬৫,০০০ টি	---	৮০,০০০ টি	১৬৭৩১৪টি
৩	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	১৫৫০০০টি	৭৫,১৩১টি	৮,০০০টি	----	৯৫০০টি	১০,০০০টি	১,০০,০০০ টি	৮১৩৭২টি
৪	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	৬,০১২ টি	৬,৬০৭টি	৭,২৬১টি	৮,৮৯৮ টি	৪,৪৭৫টি	২,৪৮৩টি	৫,১৪৬টি	৫৩৩৩টি
৫	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	----	১,৪৬৯টি	২,৪৬০টি	৫,৪৪৭ টি	১৫,৭৩৫টি	১৬৭০টি	৪,৩৫৩ টি	১০০৩ টি
৬	স্যুভেনির প্রকাশনা ও বিতরণ	১৫০০ টি	১৮০০টি	২৬০০টি	২২০০টি	৩০০০টি	---	৩০০০ টি	২০০০টি
৭	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৮০৯টি	৮৩৩৫ টি	১,৮৭২টি	১,৯৪১টি	২২০০টি	৫৬০টি	১৭০টি	---
৮	বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	----	১৮০০০টি	১৮০০০টি	৯,০০০টি	৩০০০টি	১২০০টি	---	০৬টি
৯	কিয়স্ক বিতরণ	---	---	---	---	২৭০টি	২০০টি	৪৫৬টি	----
১০	এলইডি বিল বোর্ড বিতরণ	----	----	----	---	৫টি	---	---	----
১১	মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত জ্যামিতি বক্স	----	----	----	---	----	২৩৯০০০টি	২৫৯০০০টি	১৫৯০৮টি

ক্রম	বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
১২	মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত স্কেল	----	----	----	----	২,৩০,০০০টি	২৩৯০০০টি	৬১৯৫০০টি	১৫১৭০টি
১৩	টকশো নির্মাণ ও প্রচার	---	----	----	---	২০টি	২০টি	৩০টি	২৫টি
১৪.	উপজেলাভিত্তিক মাদকবিরোধী ভলান্টিয়ার টিম গঠন	----	----	---	---	---	৬৪টি	২৩২টি	২২৫টি
১৫.	হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ	---	----	----	----	----	----	১,০০,০০০টি	১০০০০০টি
১৬.	সোসাল মিডিয়ায় মাদকবিরোধী ফিলার ও ডিজিটাল কন্টেন্ট	--	----	----	১,৪৮২টি	৮৪৬টি	১৬১টি	১০০টি	২৫টি
১৭.	কারাগারে মাদকবিরোধী সেমিনার/সভা/বক্তব্য প্রদান	-----	----	----	----	২৭২টি	৭৪টি	২০০টি	১১৮টি
১৮.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতন করার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি	-----	----	----	----	----	----	২০৬০জন	১৭৪৭ জন
১৯.	বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্ক্রল প্রচার	--	---	--	--	--	--	--	২৯টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
২০.	ডিজিটাল ভ্যানে মাদকবিরোধী প্রচার	--	--	--	--	--	--	--	০৪ ডিজিটাল ভ্যানে ০৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।

১৫.৪ মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ফেস্টুন বিতরণ : ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে'মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব' সংবলিত ৩,৭৭৩টি ডিসপ্লে স্ট্যান্ড বিভিন্ন জনবহুল দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্ম পরিধি এবং সুনির্দি ষ্টবার্ষি ক কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক এসব কার্য ক্রমনিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

১৫.৫ সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি: মাদকবিরোধী সেমিনার, সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে মাদকের কুফল সর্ম্পকে সচেতন করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষি ক কর্ম সম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা/মেট্রো কার্য ালয়কর্তৃক জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ মাস পর্য ন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্য ায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৭৪৭টি, বিভিন্ন কারাগারে ৯৩টি ও অন্যান্য স্থানে ৫ হাজার ০২৭টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণার জন্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্য ালয় ও জেলা/মেট্রো কার্য ালয়সমূহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৬৬টি মাদকবিরোধী লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরেবিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও গণগ্রন্থাগারে ২ হাজার স্যুভেনির বিতরণ করা হয়েছে।

মাদকের কুফল রোধে যুব সমাজের ভূমিকা-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষ ক“সেমিনার”

১৫.৬ মাদকবিরোধী আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্ম সূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০২২ আগস্ট মাস পর্য ন্তসময়ে ৩১ হাজার ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের পরিসংখ্যান [জুন ২০২২ পর্য ন্ত্র :

বিভাগের নাম	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট গঠিত কমিটির সংখ্যা	অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার (%)
ঢাকা	৪,৯২১ টি	৪,৯২১টি	----	১০০%
চট্টগ্রাম	৪,৮৪৯টি	৪৮৪৮টি	০১টি	৯৯.৯৭%
রাজশাহী	৫,১১৯টি	৫১১৯টি	---	১০০%
খুলনা	৪,৪৯৭টি	৪৪৯৭টি	----	১০০%
বরিশাল	৩,০১৮টি	৩০১৮টি	----	১০০%
সিলেট	১,৪৯১টি	১৪৯১টি	-----	১০০%
রংপুর	৪,৮০০টি	৪৭০২টি	৯৮টি	৯৭.৯৫%
ময়মনসিংহ	২,৪৮৪টি	২৪৮৪টি	----	১০০%
মোট	**৩১,১৭৯টি**	**৩১,০৮০টি**	**৯৯টি**	**৯৯.৬৮%**

১৫.৭ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কৃর্তক সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা

সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্ম সূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্ব স্তরের জনগণ, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮.০২.২০২২ তারিখ ঢাকা বিভাগ; গত ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখ সিলেট বিভাগ, গত ১৫.০৩.২০২২ তারিখ চট্টগ্রাম বিভাগ, গত ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখ রাজশাহী বিভাগ, গত ২২ মে ২০২২ বরিশাল বিভাগ, গত ২৯ মে ২০২২ খুলনা বিভাগ এবং ০১ জুন ২০২২ রংপুর বিভাগে কর্ম শালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পর্য ায়েও সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্ম শালা আয়োজিত হচ্ছে। এছাড়াও ৬০টি জেলায় এবং ৩৫৫টি উপজেলায় কর্ম শালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্য ায়ক্রমে অবশিষ্টবিভাগ, জেলা এবং উপজেলাগুলোতে কর্ম শালা আয়োজন করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত কর্ম পরিকল্পনায় সকল স্তরের মানুষকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষায় ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে বছরব্যাপী মাদকবিরোধী বিভিন্ন কর্ম কান্ড অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	জেলা			উপজেলা		
		মোট জেলা	CAP সম্পন্ন হয়েছে	CAP সম্পন্ন হয়নি	মোট উপজেলা	CAP সম্পন্ন হয়েছে	CAP সম্পন্ন হয়নি
০১	ঢাকা	১৩টি	১৩টি	--	১২৩টি	৪৮টি	৭৫টি
০২	চট্টগ্রাম	১১টি	১০টি	০১টি	১০৩টি	৬১টি	৪২টি
০৩	সিলেট	০৪টি	০৩টি	০১টি	৪১টি	৪১টি	---
০৪	রাজশাহী	০৮টি	০৮টি	--	৬৬টি	৬৬টি	---
০৫	রংপুর	০৮টি	০৮টি	--	৫৮টি	৩০টি	২৮টি
০৬	ময়মনসিংহ	০৪টি	০১টি	০৩টি	১৩টি	০৫টি	০৮টি
০৭	খুলনা	১০টি	১০টি	--	৫৯টি	৪৬টি	১৩টি
০৮	বরিশাল	০৬টি	০৩টি	০৩টি	৪১টি	---	৪১টি
	সর্ব মোট	৬৪টি	৫৬টি	০৮টি	৪৯৫টি		

সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম শালার স্থির চি

ঢাকা বিভাগ

রংপুর বিভাগ

রাজশাহী বিভাগ

১৫.৮ ডকুমেন্টারি, শর্ট ফিল্মনির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রচারণামূলক কাজের ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম টিভি স্পট ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করে থাকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ পর্য ন্ত মোট ২৫টি টিভিসি, ০২টি প্রামাণ্য চিত্র এবং ১টি শর্ট ফিল্ম নির্মাণ এবং ২৫টি টকশো বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্মি ত আধুনিক ও আকর্ষ ণীয় ফিলার, টিভিসি, শর্ট ফিল্ম নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিমসং বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে প্রচার হওয়ায় জনসচেতনতা বাড়ছে।

১৫.৯ সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্য ক্রম: সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিশেষ করে তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। তাই জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্য ায়ের অফিসসমূহের কার্য ক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি তার মতামত, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ অধিদপ্তরের ফেসবুক পেইজএর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে, যা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসছে এবং ফেসবুকে সংযুক্ত অন্য ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারছেন ফলে যে কোনো তথ্য দ্রুততম সময়ে ফেসবুকে সংযুক্ত সবার মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্য ক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক

মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে এই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১।

ফেসবুক পেজে প্রচারিত মাদকবিরোধী ডিজিটাল কনটেন্ট

১৫.১০ ধর্মীয় মূল্যবোধ-এর আলোকে মাদকবিরোধী কার্যক্রম : মাদকের আগ্রাসন কমাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে জুমার নামাজের খুতবার পূর্বে মাদকবিরোধী বয়ানের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সম্মেলনেও এ বিষয়টি নিয়মিত আলোচনা ও ফলোআপ করা হচ্ছে। ইমামদের প্রশিক্ষণ মডিউলে মাদকবিরোধী কী ধরণের বক্তব্য বা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং মসজিদে মাদকবিরোধী আলোচনার বিষয় এবং কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ মডিউলে মাদকের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তা হালনাগাদ করা হয়েছে।

১৬.০ সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) : মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনার বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাদক কারবারীরা নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। দেশে মাদকের সরবরাহ হ্রাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলিসম্পাদন।

১. দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন;

২. মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশী করা;

৩. মাদক কারবারীদের গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচারকার্যে সহায়তা প্রদান;

৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;

৫. মাদকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সংক্রান্ত কার্য ক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন;

৬. মাদক ও মাদকজাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs);

৭. INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN-সহ সকল আন্তর্জাতিক,আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় এবং কাজের সমন্বয় সাধন;

৮. দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;

৯. মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ;

১০. ঢাকায় ১টি এবং টেকনাফের জন্য ১টি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে

১১. মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ২৯ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করা হয়েছে।টেকনাফের নাফ নদীতে অভিযান পরিচালনার জন্য ২টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।

১২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পাক্ষিকভাবে ৭২টি ইউনিটের কার্য ক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করা হচ্ছে

১৩. মাদক পাচারের রুট চিহ্নিত করে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান, টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে

১৪. মাদক পাচারকারী ও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং তালিকাভুক্তদের গ্রেফতারপূর্ব ক বিচারে সোপর্দ করার জন্য অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

১৫. এসব কাজ সম্পাদনের জন্য দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪টি মেট্রো কার্য ালয় ও৮টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্য ালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, স্টিমারে, লঞ্চে, ট্রাকে বা অন্য কোনো যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহণ হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

১৬. সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর যাতে মাদক পাচারের রুট হিসাবে ব্যবহৃত হতে না পারে মংলা সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর, ঢাকা এবং হযরত আমানত শাহ্ বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে জনবল পদায়নের মাধ্যমে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৭. নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধার

১৭.১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে দায়েরকৃত মামলা, আসামী এবং উদ্ধারকৃত মাদকের বিবরণ:

ক্র:	অর্থ বছর	মামলা	আসামী	আলামত
১.	২০১৫-২০১৬	৫৭৩২	৬১০৫	(১) ইয়াবা-১০৮৮৯১১ পিস, (২) গাঁজা-২১৬৮.৬০৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৫.৬৬৩ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৫৭২টি. (৫) ফেন্সিডিল-১৬৮১০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৯.৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৭৬১৬ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-২৪২৮ বোতল।
২.	২০১৬-২০১৭	৯৬৯৮	১০৫০৬	(১) ইয়াবা-৮১৬৭ পিস, (২) গাঁজা-৩৬০০.০৪৩ কেজি, (৩) হেরোইন-১৪.২৭১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৮৮ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২৫৮৯০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১৮৯.৮৭ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৭২১৫ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-২৯৫৩ বোতল।
৩.	২০১৭-২০১৮	১১৭৮৫	১২৯০	(১) ইয়াবা-২১০৫৭৮৫ পিস, (২) গাঁজা-৩৪১৪.৫৮৬ কেজি, (৩) হেরোইন-১৭.৫২৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-২০৩ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২৬৪৭৫ বোতল, ৯৬) ফেন্সিডিল-২৬.৫৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫৬৪৩ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৩৭৮০ বোতল।
৪.	২০১৮-২০১৯	১৩৬৪৮	১৪৬৭৯	(১) ইয়াবা-১৮৮০৪৩৫ পিস, (২) গাঁজা-১৬১৮.৩৪৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৯.৬২৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৪৬ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২০৪০৭ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১১.৪ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৬২৯১৫ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১০৮৫ বোতল।
৫.	২০১৯-২০২০	১০৮৬০	১১৪১১	(১) ইয়াবা-৬০৬৬০৫ পিস, (২) গাঁজা-১০৮১.০৯৬ কেজি, (৩) হেরোইন-৬.১২১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৪৩ টি. (৫) ফেন্সিডিল-১৭৫৪০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১৯৬৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৫৬৪ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১৫৮৮ বোতল।
৬.	২০২০-২০২১	৭৫৬৩	৮০৫৮	(১) ইয়াবা-১২০৩২০৭ পিস, (২) গাঁজা-১৬৩৪.৭২৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৫.২৮১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৫৫১টি. (৫) ফেন্সিডিল-৭৯৯৩ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১.১০৮ লিটার,(৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৫১৩০ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৮৫০ বোতল।
৮.	২০২১-২০২২	১৫৫২৭	১৯০২৯	(১) ইয়াবা-৪৬২০২৮১ পিস, (২) গাঁজা-৫৪৮৩.৭৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৯.৭০৪ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-১৩৩২ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২০৩২৭ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৩ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪৪৭৮২ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৮৯৬ বোতল।
৯..	২০২২-২০২৩	৩৩০২	৩৬২০	(১) ইয়াবা-৮৩৭৮২৯ পিস, (২) গাঁজা-১৩৮৮.১৪৬ কেজি, (৩) হেরোইন-১.৬২৯ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৩৪ টি. (৫) ফেন্সিডিল-৪১৯৩ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৪ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৪৯৯ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৩৭৪ বোতল।

১৭.২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড কর্তৃক আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য:

ক্রম	বছর	আলামত
১.	২০১৫	(১) ইয়াবা-২০১৭৮৫৮১ পিস, (২) গাঁজা-৩৯৯৬৭.৫৯৪ কেজি, (৩) হেরোইন-১০৭.৫৩৯ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৮৬৯৮২৮ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৫১০৪.৭৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৮৫৯৪৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ- ৩২২৫৮৯ বোতল (৮) কোকেন-৫.৭৭৮ কেজি।
২.	২০১৬	(১) ইয়াবা-২৯৪৫১৭৮ পিস, (২) গাঁজা-৪৭১০৪.৬৫৫ কেজি, (৩) হেরোইন-২৬৬.৭৮৫ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৫৬৬৫২৫ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৭৫.৬৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫২৭৪০ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২৮৪২০৪ বোতল (৮) কোকেন-০.৬২ কেজি।
৩.	২০১৭	(১) ইয়াবা-৪০০৭৯৪৪৩ পিস, (২) গাঁজা-৬৯৯৮৯.৫০৮ কেজি, (৩) হেরোইন-৪০১.৬৩৩ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭২০৮৪৩ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৩৩৮.৭২লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১০৯০৬৩ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৫৫৮০৬ বোতল (৮) কোকেন-৩.৬ কেজি।
৪.	২০১৮	(১) ইয়াবা-৫৩০৪৮৫৪৮ পিস, (২) গাঁজা-৬০২৯৫.১২৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৫১.৫০৬ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭১৫৫২৯ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৫৩৯.৯৫ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৮৭০৮ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১০৫৭১৯ বোতল (৮) কোকেন-০.৭৫কেজি।
৫.	২০১৯	(১) ইয়াবা-৩০৪৪৬৩২৮ পিস, (২) গাঁজা-৩২৬৫৭.৬৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৩২৩.২৭৯৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৯৭৬৬৬৩ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১৮৩১.০৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪১২৩৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১১৩২৭৯ বোতল (৮) কোকেন-১কেজি।
৬.	২০২০	(১) ইয়াবা-৩৬৩৮১০১৭ পিস, (২) গাঁজা-৫০০০৭৮.৫৪৯ কেজি, (৩) হেরোইন-২১০.৪৩৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-১০০৭৯৭৭ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১২৯.৪ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৪৬০৮ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৩২৫৩৯ বোতল (৮) কোকেন-৩.৮৯৩কেজি।
৭.	২০২১	(১) ইয়াবা-৫৩০৭৩৬৬৫ পিস, (২) গাঁজা-৮৬৬৯৬.২৮১ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৪১.২২১ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৫৭৪৩০১ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১০৬.৬০৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১৩০৭০ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২২৫৩২৮ বোতল (৮) কোকেন-১.৫৫ কেজি।
৮.	২০২২	(১) ইয়াবা-৩১০৫২৩০৫ পিস, (২) গাঁজা-৬৫৯৭০.৯৬৯ কেজি, (৩) হেরোইন-১৯২.৫১১ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৪৭৫৫২১ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৪৭.৪ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১০৬৫৯ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৬৯০১৩ বোতল (৮) কোকেন-৪.১কেজি।

১৭.৩ মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টে র পরিসংখ্যান

সালের নাম	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার
২০১৫	১৪৯৩৭	৭৪৮৭	৭৮২৩
২০১৬	১৩৫৪১	৬৪৩০	৬৫৯২
২০১৭	১২২১২	৫৯৯১	৬০৪৪
২০১৮	১৩৮২১	৬৭৭৬	৬৮৬৬
২০১৯	১৮৪২৪	৯৪৪৪	৯৪৮৪
২০২০	২৩১৯৩	১০৪৭১	১০৪৯৮
২০২১	২৮৫০৬	১২১৪৭	১২১৭২
২০২২	২০৪২৯	৯১৩১	৯১৬২

১৭.৪ মাদক অপরাধ সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ:

বছর	বিচার নিষ্পন্ন মামলা			সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামী		মোট
	সাজা	খালাস	মোট	সাজাপ্রাপ্ত	খালাসপ্রাপ্ত	
২০১৫	৮৯২ (৪৮%)	৯৮১	১৮৭৩	৯৭১ (৪৮%)	১০৪২	২০১৩
২০১৬	২৩৫৬ (৪৪%)	২৯৯২	৫৩৪৮	২৯২৭ (৪১%)	৪২০৬	৭১৩৩
২০১৭	১০১৬ (৪০%)	১৫২৮	২৫৪৪	১০৬৫ (৪০%)	১৬১৫	২৬৮০
২০১৮	৫৯২ (৪১%)	৮৪৩	১৪৩৫	৬৩১ (৪১%)	৯১১	১৫৪২
২০১৯	৬৪২ (৩৯%)	১০১২	১৬৫৪	৬৭৮ (৩৮%)	১০৭৮	১৭৬৫
২০২০	৩১০ (৪৩%)	৪১২	৭২২	৩৩৩ (৪৩%)	৪৩৩	৭৬৬
২০২১	৬৬১ (৪০%)	১০০৩	১৬৬৪	৮৫১ (৫০%)	৮৪২	১৬৯৩
২০২২	৫৩৪ (৪৭%)	৬০১	১১৩৫	৫০২ (৪৩%)	৬৬২	১১৬৪

কক্সবাজারে ১ লক্ষ ৭০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

টেকনাফে ১ লাখ পিস ইয়াবা ও ১ কেজি আইস উদ্ধার

ঢাকাতে তিন কেজি আফিমসহ ২ জন গ্রেফতার

চাঁদপুরে ২০ কেজি গাঁজাসহ তিনজন আটক

চাঁদপুরে ৩৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

নিয়মিত অভিযান পরিচালনায় আলামত উদ্ধার

১৮.০ মাদকের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক :

মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব
ক্রিস্টাল মেথ (Crystal Meth) /আইস (Ice), Methyl Amphetamine (রাসায়নিক উপাদান) ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • ক্ষুধামন্দা • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে উচ্চ রক্তচাপ • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।
এলএসডি (LSD) Lysergic acid Diethylamide খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • অলীক ভাবনা • বিষণ্নতা • আত্মহত্যার প্রবণতা • দৃষ্টিভ্রম • ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।
ক্যানাবিস ব্রাউনিস কেক (Cannabis Brownies গাঁজার নির্য াস(extract) হতে তৈরি Cake) খ-শ্রেণির মাদক	• স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হওয়া • জননাঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি
খাত (Khat) Cathine & Cathinone খ-শ্রেণির মাদক	• ক্ষুধামন্দা • অনিদ্রা সৃষ্টিকারী • ওজন হ্রাস • স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • মুখে ও গলায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ইত্যাদি
ফেনইথাইলএ্যামিন (Phenethylamine) Methamphetamine এর raw materials খ-শ্রেণির মাদক	• মস্তিষ্ক বিকৃতি • নিদ্রাহীনতা • খিঁচুনি • রক্তচাপ বৃদ্ধি ও হার্ট অ্যাটাক • অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন • ফুসফুসের প্রদাহসহ ফুসফুসে

মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব
সিসা (Shisha) Nicotine≥০.২% খ-শ্রেণির মাদক	• যক্ষ্মাসহ বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • স্ট্রোক • মুখ ও ফুসফুসের ক্যান্সার • মুখে ঘাঁ • শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি।
হেরোইন (Heroine) Diacetyl Morphine ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • লিভার ক্যান্সার • ফুসফুস ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য • কিডনি ও হার্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া • প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা
কোকেন (Cocaine) Erythroxylum novogranatense ক-শ্রেণির মাদক	• তীব্র শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে • স্ট্রোক হয় • হার্ট অ্যাটাক • আত্মহত্যার প্রবণতা • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।
ইয়াবা (Yaba) Methyl Amphetamine ক-শ্রেণির মাদক	• তীব্র শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • সহিংস আচরণ • ক্ষুধামন্দা • ফুসফুস ক্যান্সার • হার্ট অ্যাটাক ও উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসইত্যাদি
গাঁজা (Cannabis) Tetrahydrocannabinol খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মুখে ও ফুসফুসে ক্যান্সার ইত্যাদি।

মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব		মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব
	টিউমার ও ক্যান্সার হতে পারে।			
ফেনসিডিল (Phensidyl)/ এসকাফ (Eskuf) Codeine Phosphate ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা • কিডনি বিকল • লিভার ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য		ম্যাজিক মাশরুম (Psilocybin) Psilocybin mushroom খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • দৃষ্টিভ্রম ও অলীক ভাবনা • ক্ষুধামন্দা • অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ও উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস

১৯.০ ক্ষতি হ্রাসে (Harm Reduction) কার্য ক্রম:

- মাদকনির্ভরশীলতা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার নামান্তর মাত্র। মাদকদ্রব্য বারবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই মাদকের প্রতি রোগীর শারীরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ওজন হ্রাসসহ জটিল শারীরিক সমস্যায় ভূগতে হয়।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে৩৬৫টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এগুলোতে সর্ব মোট৪ হাজার ৭০১টি বেড রয়েছে।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২২ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে৩৬২টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এগুলোতে সর্ব মোট৪ হাজার ৮১৬ টি বেড রয়েছে।

- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকায় দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনা যায় সে সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা(Action Plan) প্রণয়নের লক্ষে গত ০৬.০১.২০২২ তারিখে কর্ম শালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্ম শালার খন্ডচিত্র

- সাম্প্রতিক সময়ে জানা যায়, কুরিয়ার সার্ভিস/এক্সপ্রেস কার্গোকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিদেশ থেকে দেশের অভ্যন্তরে মাদক পাচার করছে। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানিতেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স বাস্তবায়ন করতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, কুরিয়ার সার্ভিসগুলোর প্রতিনিধি, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবিসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে এ বিষয়ে কর্ম পন্থা নির্ধারণও সচেতনা তৈরি করতে একটি কর্ম শালার আয়োজন করা হয়েছে।

১৯.১ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদান : বর্তমান সরকারের নির্বাচনীইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্বাচিতবেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের মান উন্নয়নে আর্থিকঅনুদান প্রদান কার্যক্রমেরশুভ উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে ৯১টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে১৩৭টি নিরাময় কেন্দ্রকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্বক'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসনকেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৪০ টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২৪ মে ২০২২ তারিখে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নে সরকারি অনুদান প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেনজনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন এবং জনাব মো: আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ

১৯.২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের বিবরণ :

ক্রম	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	বেড সংখ্যা	অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কর্তার পদবি ও ফোন নং	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ (মহিলা: ২৪, পুরুষ: ৯০ শিশু: ১০)	৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চিফ কনসালটেন্ট ফোন : ০২-৮৮৭০৬২০	
২.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৫	৭/এ-১(নতুন-১৪), রোড নং-৩, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৩৩৪৪৫৫৩৮০	
৩.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	২৫	৪৩৯ উপ-শহর, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৫৮৮৮৬৩২১৮	

৪.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	২৫	আইডিয়াল নার্সি ং হোম বিল্ডিং (৩য় ও ৫ম তলা), ১২৬ এম এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা বাইপাস, গল্লামারী, খুলনা।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৪৭৭৭২১১৪৯	

১৯.৩ সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রোগীদের পরিসংখ্যান :

বছর	আন্তঃবিভাগ		বহির্বিভাগ		মোট রোগী	নতুন রোগী	পুরাতন রোগী
	পুরুষ	শিশু/মহিলা	পুরুষ	শিশু/মহিলা			
২০২০	৪৩৩৫	৪৯৬	৯৩৭৫	৭৪৬	১৪৯৫২	৯১৭৯	৫৭৭৩
২০২১	৪১৮৯	২৩৮	৫৪১২	১৭৫	১০০১৪	৫৭৬৯	৪২৪৫
২০২২/জুন	৩২৮৬	১৪১	৬২৫২	২২৫	৯৯০৪	৪৫২০	৫৩৮৪

১৯.৪ বেসরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা :

সাল	রোগীর সংখ্যা
২০২০	১৫১৮১
২০২১	৯৮৭৬
২০২২/জুন	৮৮৩০

১৯.৫ মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সেবা: মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারগুলোকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০১৫ হতে পুনরায় পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতি বুধবার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বেলা ১১.০০টা হতে দুপুর ১টা পর্য ন্ত পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় ৩০-৩৫ জন পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করে থাকে। জুন, ২০২২ পর্য ন্ত কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৮ হাজার ৭৬ জনকে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে১৩ হাজার ২৪৫ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৯.৬ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স ও হাসপাতালে কর্ম শালা : দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনয়নের কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন বিষয়ে গত ১৭-১১-২০২১ তারিখ কর্ম শালা অনুষ্ঠিত হয়েছে :

কর্ম শালার খন্ড চিত্র

১৯.৭ ইকো প্রশিক্ষণ : Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলরগণকে ৯টি কারিকুলামের উপর ২০১৩ সালে Training of

Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ২৩টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন জাতীয় প্রশিক্ষক (National Trainers) দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। ২০১৩ সালে ৩টি ব্যাচে ৬০ জন, ২০১৪ সালে ৩টি ব্যাচে ৬৭ জন, ২০১৫ সালে ১টি ব্যাচে ২৫ জনকে এবং ২০১৬ সালে ৫টি ব্যাচে ১৪৩ জন এবং ২০১৭ সালে ১১টি ব্যাচে ৩৩৬ জন এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৬ জন ৮ কারিকুলাম সম্পন্ন করেছেন, যাদের মধ্যে ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২৪ জন কৃতকার্য হন। আসক্তি পেশাজীবীদের জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২২ পর্য ন্ত মোট ১ হাজার ৯৬০ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে২৩৭ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্ব শেষ৫৫তম ব্যাচে ২৫ জনকে ১০ দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

55th Echo Training on Universal Treatment Curricular for Addiction Professionals in Bangladesh (Date : 29 May to 07 June, 2022)

১৯.৮ ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান : বিগত ২০১৩ সালে ঢাকার তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের জন্য ১০ শয্যার চিকিৎসা সুবিধা চালু করা হয়। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মধ্যে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত স্মারক অনুযায়ী আহছানিয়া মিশন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এক মাস চিকিৎসা শেষে পুনর্ব াসনের জন্য তাদেরকে আবার আহ্ছানিয়া মিশনের কাছে ফেরত দেয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে৭০ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ৮৯ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৯.৯ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ এবং বিভাগীয় পর্য ায়ে সম্প্রসারণ: অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জব্দকৃত আলামতের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য দেশের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছাড়াও দেশে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত মাদক আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট বিনামূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে১৫ হাজার ৮৭২টি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

১. মাদকদ্রব্যের পরীক্ষণ রিপোর্ট সমূহ দ্রুত প্রদান এবং সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় কার্য ালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। চট্টগ্রামে নবনির্মি ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ভবনের চতুর্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনে চলমান। উক্ত পরীক্ষাগারে

কার্য ক্রম চালুকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির২১টি পদ সৃজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কার্য ক্রম চালু হয়েছে।

২. মাদকদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrophotometer), HPLC (High Performance Liquid Chromatography), UV-VIS (Ultra-Violet Spectrophotometer), FTIR (Fourier Transform Infra-Red) Spectrophotometer, Drug Dectecting Device ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকার কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার ব্যতীত অপর ৭টি বিভাগের প্রতিটিতে ১১ জনবলের পদ সৃজন করা হয়েছে।

৩. ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টি এবং চট্টগ্রামস্থ রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টিসহ মোট ২ ল্যাবরেটরি কক্ষকে KOICA'র সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কার্য ক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগীয় কার্য ালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্ম াধীন রয়েছে।

৫. মাদকদ্রব্যের তাৎক্ষণিক পরীক্ষণের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত আন্তর্জাতিক মানের 'ড্রাগ টেস্টিং কিট বক্স' আইন-শৃংখলা বাহিনীসহ অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্য ালয়ে সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. পরীক্ষাগার তথা প্রযুক্তিতে আধুনিকায়ন হওয়ায় এ সরকারের সময় রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রদান করার ফলে মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলাসমূহের বিচার কার্য ক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

১৯.১০ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আলামতের পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের পরিসংখ্যান:

বছর	নমুনা পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের সংখ্য		
	পজেটিভ	নেগেটিভ	মোট
২০১৮	৫১,৪৪৫	০০	৫১,৪৪৫
২০১৯	৩৭,৩২২	০০	৩৭,৩২২
২০২০	১৫,৯৩০	০০	১৫,৯৩০
২০২১	১৭,৫৭১	০০	১৭,৫৭১
২০২২	১৫,৮৪৭	০০	১৫,৮৪৭

২০.০ বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে অধিদপ্তরের কার্য ক্রম: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ পর্য ন্ত মহাপরিচালক পর্য ায়ে নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে পাশাপাশি ইয়াবা পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । যেমন-

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় এ পর্য ন্ত ৩টি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় দেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম সভা ১৫-১৭ নভেম্বর ২০১১ ইয়াংগুনে, দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক সভা ২০১৫ খ্রিঃ ৫-৬ মে ঢাকায় এবং তৃতীয় সভা ২০১৭ খ্রিঃ ২০-২২ আগস্ট তারিখে ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং সিসিডিএসি, মিয়ানমারের মধ্যে ৪র্থ সভা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা

(অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-জুম) ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে । ২৭.১০.২০২১ তারিখে ভারতের সাথে মহাপরিচালক পর্য ায়ে৭মসভা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-জুম) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

The 7th Director General Level Talks between DNC, Bangladesh and NCB, India held on 27.10.2021

২১.০ (ক) প্রকল্প সংক্রান্ত কার্য ক্রম

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	জড়িত টাকা	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থি ক	ভৌত	
০১	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন	৩৬০৭.৬২	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২২	৩৪৭৪.৬০	১০০%	প্রকল্পটির কার্য ক্রম ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে
০২	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ	১৬২.৩৪১৪	জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	০০	০০	প্রকল্পটি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত ছিল।